Living the Lotus 12

Buddhism in Everyday Life

2023
VOL. 219

Rissho Kosei-kai of the UK

Living the Lotus
Vol. 119 (December 2023)

Senior Editor: Keiichi Akagawa
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Ayshea Wild

Living the Lotus is published monthly
By Rissho Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিস্‌সো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনেরত শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিস্‌সো কোসেই-কাই।

বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানাস্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটাস (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা～দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাক্ত মাটিতে প্রস্ফুঠিত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

সর্বদাই প্রাণবন্ত
অসুস্থতা, দুঃখ-কষ্ট সবই কল্যাণমিত্র

রেভারেন্ট নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিস্সো কোসেই-কাই।

বিপদ আসলে তা মেনে নেয়াই ভালো

ডিসেম্বরের ৮ তারিখ হলো "বুদ্ধত্বলাভ দিবস", শাক্যমুনি বুদ্ধের বোধিজ্ঞান লাভের এই দিনটি উদযাপন করার মাধ্যমে আমরা আন্তরিকভাবে বুদ্ধের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাকি। বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত দূর্লভ ধর্মের সাক্ষাত লাভের বিস্ময়ময়তা, কৃতজ্ঞতা প্রত্যেকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার আশা রাখি।

এবং, একইভাবে ৮ই ডিসেম্বর এর কথা বলতে গেলে, ১৮২৮ সালের বুদ্ধত্বলাভ দিবসের এই দিনে, জেন বৌদ্ধদের ধর্মীয় গুরু রিওকান মহোদয়, শাক্যমুনি বুদ্ধের নব উপলদ্ধ সত্যকে "রক্তের ধমনীতে প্রবাহিত জীবন্ত শিক্ষা/ধর্ম" বলে উল্লেখ করে একটি চিঠি ভুমিকম্পে বিপর্যস্ত এক বন্ধুকে লিখেছিলেন।

"মরার সময়, না মরে দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকা ব্যক্তির চোখে-মুখে যে বিষন্নতা, তা দেখা ভীষণ কষ্টদায়ক" "রহস্যজনকভাবে না মরে জীবিত থেকে, এমন দুঃখ দেখা কতই না বেদনাদায়ক" এভাবে চিঠিতে প্রথমে বন্ধুর প্রতি সহমর্মিতা জানিয়েছিলেন।

এরপর, তিনি লিখেছিলেন,

"বিপদের সময় বিপদের সম্মুখিন হওয়া কিন্তু ভালো, মরার সময় আসলে মরে যাওয়া ভালো, এটাই দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণ লাভের জাদুকরী উপায়।"

নানা বিপর্যয় আর জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যুর দুঃখ এই জগতে কেউ এড়াতে পারে না। মানুষের শক্তি দিয়ে যে কাজগুলো করা যায় না, এমন কিছু আছে যা নিয়ে কিছুই করার থাকে না, এইসব বিষয়গুলোকে যেমন আছে তেমনভাবে মেনে নেয়াই হলো সেই দুঃখ-বেদনায় নিমজ্জিত না হয়ে বাঁচার অন্যতম উপায়।

"বিপদের সময় বিপদের সম্মুখিন হওয়া কিন্তু ভালো" কথাটি আপাতদৃষ্টিতে নির্দয় বাক্য বলে মনে হয়, কিন্তু যখনই এই ব্যাক্যটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, এবং যতবারই নিজের মুখে উচ্চারণ করেছি, ততবারই এতটা সুস্পষ্ট বাক্য বিন্যাস দেখে আমি অভিভূত হয়েছি, মনে সতেজতা অনুভব করেছি। সত্য প্রকাশের কঠোরতা আর সেখানে অন্তর্নিহিত থাকা সহমর্মিতা, এবং সেটাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারার মতো সৎ সাহস থাকা একজন বন্ধু (সংঘ) এর সাথে আস্থার সম্পর্ক দেখে আমি সতেজ বোধ করেছি।

সুস্থ ও শান্তিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার মানে যে, এইরূপ মনোভাব নিয়ে প্রতিটি দিন কৃতজ্ঞতার সাথে অতিবাহিত করা এতে কোনো সন্দেহ নেই।

কেবল "মনোজগতের আবাদ" করা

সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রে "দেবদত্ত উত্তম বন্ধু" বলে উল্লেখ আছে। দেবদত্ত বুদ্ধের একজন শিষ্য ছিলেন, তাছাড়া নিকট আত্মীয় তথা ঘরের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও শাক্যমুনি বুদ্ধকে হত্যা করতে চাওয়া এমন একজন ব্যক্তি। শাক্যমুনি বুদ্ধ সেই ব্যক্তিকে যে "ভালো বন্ধু" বলেছেন, সেই সম্পর্কে সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা বলেন "মানবজীবন কিভাবে অতিবাহিত করা উচিত এমন কঠিন সমস্যা সম্পর্কে চোখ খুলে দেয়া একজন বন্ধু"। আবার, জাপানের কিয়োতো প্রদেশে অবস্থিত জেনরিন মন্দিরের প্রধান ধর্মগুরু ইয়োকান রিৎসু মহোদয় বলেন, "অসুস্থতাই প্রকৃত বন্ধু"। "রোগ-ব্যাধি অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে, বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে" এমন কৃতজ্ঞতার মনোভাব এখানে পরিলক্ষিত হয়েছে।

নানা দুর্ভোগ কিংবা অসুস্থতার মুখোমুখি হলে, বিলাপ করতে চাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু, এটাকে যদি এই জগতের চিরন্তন সত্য হিসেবে গ্রহণ করেন, এবং উত্তম বন্ধু রূপে বিবেচনা করেন, তবে দুঃখ-বেদনায় অতি কাতর হবেন না, বরং শান্তভাবে এবং দৃঢ়তার সাথে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রজ্ঞাদীপ্ত জ্ঞানকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

আবার, সুস্থতা এবং অসুস্থতা একে অপরের বিরোধী নয় এমন দৃষ্টিভঙ্গিও রয়েছে। জীবন এবং মৃত্যু যেমন একই মুদ্রার দুটি দিক, তেমনি সুস্থ আছি বলেই অসুস্থ হতে হয়, এবং অসুস্থ হলেই সুস্থ থাকার মূল্য বুঝা যায়। অর্থাৎ "অসুখও স্বাস্থ্যের একটি অংশ।"

এই বছরের জানুয়ারী মাসের সাময়িকীতে, আমরা মূলত সবসময় প্রাণবন্ত অস্তিত্ব বলে বলেছিলাম। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখলে, আমরা মূলত সুস্থ এবং প্রানবন্ত শরীর ও মনের অধিকারী। মাঝে মধ্যে ভালো না লাগলেও, একে বাঁচার শক্তিতে রূপান্তর করার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে বিদ্যমাণ রয়েছে।

অনেকে বলেন সুস্বাস্থ্যের রহস্য হলো "সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করা এবং একটি ভালো রাতের ঘুম।" এর অর্থ হলো নিজের পক্ষে যা করা উচিত তা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং নিজের মধ্যে থাকা "তাজা শক্তি"কে যথাযথভাবে কাজে লাগানো। তদুপরি, আমাদের জন্য যে বিষয়টি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো লোভ ও ক্রোধের উর্দ্ধে গিয়ে শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করা এবং মনোজগতকে আবাদ করা।

নতুন বছরটি আরো প্রাণবন্তভাবে অতিবাহিত করার জন্য, আমি আবার নতুন উদ্যমে শাক্যমুনি বুদ্ধের সান্নিধ্যে থেকে, নিজের লেখাগুলোর কথা বিবেচনায় রেখে "মনোজমিনের আবাদ" সম্পর্কে চিন্তা করে যাওয়ার আশা রাখি।

কোসেই, ডিসেম্বর ২০২৩।

গাকুরিন কোর্সে পাওয়া জীবনের লক্ষ্য

রিস্‌সো কোসেই-কাই বাংলাদেশ
সৌরভ বড়ুয়া

এই অভিজ্ঞতার বক্তব্যটিতে, ২০২৩ সালের মার্চের ২ তারিখে গাকুরিং কোর্সের স্নাতক অনুষ্ঠান (ওমে ট্রেনিং সেন্টার) এ দেওয়া অভিজ্ঞতার বক্তব্যের সাথে, স্নাতক পরবর্তী অভিজ্ঞতা সংযোজন করা হয়েছে।

আমি ছোটবেলা থেকেই আমার বাবার সাথে রিস্‌সো কোসেই-কাই বাংলাদেশ মন্দিরে যেতাম এবং বাংলাদেশের মতো থেরবাদ বৌদ্ধ দেশে বৌদ্ধধর্মের একটি নতুন রূপ দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। বন্দনা করার সময় কানে এবং মোকসু বাজিয়ে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র পাঠ করা আমার কাছে একদম নতুন ছিল যা আমাকে খুব আকর্ষিত করেছিল। রিস্‌সো কোসেই-কাইয়ের সাথে আমার সম্পর্ক সেই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল। আমি সেই সময়কার প্রফুল্ল যুবদলের মন্দিরের কার্যকলাপ দেখে এতটাই আনন্দ পেয়েছিলাম যে আমি প্রতি সপ্তাহে মন্দিরে যেতাম। আমরা যে কারো বাড়িতে গিয়ে একসাথে বন্দনাও করতাম, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একসাথে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতাম এবং কথা বলার মাধ্যমে তরুণদের সাথে ভাল সময় কাটাতাম। কেন কোসেই-কাইয়ের লোকেরা সবার কথা এত মনোযোগ সহকারে শুনছিল, কেন তারা এত দয়ালু এবং বন্দনার ধরণ ও হোজার মতো অনেক নতুন জিনিস দেখে আমি আরও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম। যাইহোক, আমি ধীরে ধীরে আমার নিজের পড়াশোনার স্বার্থে কোসেই-কাই কার্যক্রম থেকে দূরে সরে পড়েছিলাম।

২০১৫ সালে যখন আমি WCRP'ও "হ্যান্ডওয়াশ প্রজেক্ট" ক্যাম্পেইনে অংশ নিয়েছিলাম, তখন আবার কোসেই-কাইয়ের তরুণদের সাথে আমার দেখা হয়েছিল এবং সেখান থেকে আমার আবার কোসেই-কাইয়ের মন্দিরে যাওয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হয়।

গাকুরিন থেকে অধ্যয়ন শেষ করা সিনিয়র, যারা দেশে ফিরে এসেছিলেন,তাদের একে অপরকে অভিবাদন জানানো, তাদের একে অপরের কথা মনোযোগ সহকারে শোনা এবং হোজায় একে অপরের কথা মনোযোগ সহকারে শুনে অন্য ব্যক্তির মনোভাব একইভাবে অনুভব করা, এসব দেখে আমি খুব অভিভূত হয়েছিলাম। মন্দিরে আমার ছোটবেলার সেই কার্যকলাপের কথা মনে পড়ে এবং সিনিয়রদের কাছ থেকে গাকুরিনের সম্পর্কেও শুনে গাকুরিনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র অধ্যয়ন করার ইচ্ছে জন্ম নেয়।

আমার বাবা গাকুরিনের পরীক্ষা দেওয়ার আগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং সেই সময়ে, রিস্‌সো কোসেই-কাইয়ের অনেক মানুষের কাছেই সহায়তা পেয়েছিলাম। তাদের কাছে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অনুভূতি থেকেই আমি রিস্‌সো কোসেই-কাইয়ের সদস্যদের যেকোনো প্রয়োজনে নিজেকে কাজে লাগাতে চাই এবং তরুণদের একটি শক্তিশালী গ্রুপ তৈরি করবো ভেবে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র অধ্যয়ন করবোই এই মনোভাব জাগ্রত হয়।

বুদ্ধের আশীর্বাদে, আমি ২০২১ সালে গাকুরিনের ছাত্র হতে সক্ষম হয়েছি। তবে করোনা সংক্রমণের প্রভাবে তখনি জাপানে যেতে পারিনি। পুরো এক বছর ধরে দেশে থেকেই অনলাইনে জাপানি স্কুলে পড়াশুনা ও গাকুরিনের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছি। বাংলাদেশে বৃষ্টি হলে সিগন্যাল দুর্বল হয়ে যায় এবং দুর্বল ইন্টারনেট সংযোগ বাংলাদেশে একটি স্বাভাবিক সমস্যা, কিন্তু সেই সমস্যার কারণে আমি প্রায়ই জাপানি ক্লাসে অংশ নিতে পারিনি। যদি জাপানি ভাষা শিখতে না পারি তাহলে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাগুলিও শিখতে পারবো না, ইন্টারনেট সিগন্যাল দুর্বল হলে আমি এই চিন্তায় খুব চিন্তিত হয়ে পড়তাম। যখন আমি গাকুরিনে আমার সিনিয়র এবং সহপাঠীদের সাথে জাপানি ভাষায় কথা বলতে পারতাম না, তখন আমি খুব হতাশ হয়ে

ফুনাবাসি ব্রাঞ্চের এক সদস্যের বাসায় আয়োজিত বন্দনায় কানে এর দায়িত্বরত সৌরভ বড়ুয়া

পড়েছিলাম। কিন্তু ভালো ব্যাপার হলো, যেদিন কোনো ইন্টারনেট সিগন্যাল থাকতো না, সেদিন বাবার দোকানে গিয়ে সাহায্য করতে পারতাম। আমার বাবা আমাকে প্রতিদিন ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠিয়ে দিতেন যাতে আমি পড়াশোনা করতে পারি। আমার বাবা যাতে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেন, সেজন্য বাবা প্রতিদিন ফিজিও থেরাপি নেয়ার পর দোকানে যেত। আমার বাবা সবসময় বলতেন, "আমাদের নিয়ে চিন্তা করো না, তোমার লক্ষ্যের জন্য কাজ করো, সৌরভ তুমি পারবেই। আমি মনে করি সৌরভ এই সুযোগটি কেবল তোমার পরিবারের জন্য নয়, মানুষের সেবা করার জন্য পেয়েছে।"

বাবাকে আমার সামনে আমার কথা ভাবতে দেখে এবং অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও হাল ছেড়ে না দিয়ে চেষ্টা করতে থাকা দেখে, আমি মনে অনেক সাহস পেয়েছিলাম। সকালে, যখন বাসায় ইলেক্ট্রিসিটি ও ইন্টারনেটে সমস্যা দেখা দিতো, তখন আমি দোকানে চলে যেতাম এবং কাজ করার সময় জাপানি স্কুলের বই পড়তাম বা ইউটিউব থেকে যতটা সম্ভব ভিডিও দেখে জাপানি শিখতাম। সাধারণ দিনে, আমি সকালে জাপানি স্কুলে পড়াশোনা করতাম এবং সন্ধ্যায় আমি দোকানে কাজ করতাম। দোকান থেকে বাড়ি এসে আবার বাড়ির কাজ করলাম। আমি এক বছরের জন্য জাপানে যেতে পারিনি, তাই আমি আমার বাবার দোকানে সাহায্য করেছি, এবং তখন আমি অনুভব করেছি যে বাবা আমার পরিবারের জন্য এত কঠোর পরিশ্রম করেন যা ভেবে আমি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলাম। এরপর করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতির কারণে প্রায় ৩ মাস লকডাউন ছিল এবং সে সময় দোকান খুলতে পারিনি। এই তিন মাস ছিল জীবনের প্রথম তিন মাস যেখানে পাঁচ সদস্যের একটি পরিবার সারাটা দিন একসাথে সময় কাটিয়েছিলাম। যদিও তখন অর্থের সমস্যা এবং আমার ভাইবোনদের স্কুলে না যাওয়ার মতো অনেক সমস্যাই ভুগছিলাম তবে করোনার কারণে আমি আমার পরিবারের সাথে সময় কাটাতে পেরেছি এবং আমার পরিবারের ভালবাসা বুঝতে পেরেছি। আমরা একসাথে সকালের নাস্তা, মধ্যাহ্নভোজ এবং রাতের খাবার খেয়েছিলাম, প্রতিদিন বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে কথা বলে ভাল সময় কাটিয়েছিলাম। চোখের সামনে প্রতিটা দিন আমার মাকে পরিবারের জন্য রান্না করতে এবং প্রতিদিন ঘর পরিষ্কার করতে দেখে আমি উপলব্ধি করতে পারি যে, আমার বাবা এবং মা আমার জন্মের সময় থেকে এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ ছাড়া আমাদের জন্য কতটা কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তখনই আমি আমার পরিবারের ভালোবাসা খুব কাছ থেকে অনুভব করি। আমি জাপানে যেতে পারছিনা ভেবে খুব কষ্ট হচ্ছিলো এবং একটা পর্যায়ে স্কুল ছেড়ে দেওয়ার মতোও অনুভব করেছিলাম। তবে, আমার বাবার দিকে তাকিয়ে, বাবার মতো আমিও হাল ছেড়ে না দিয়ে জাপানে যেতে পারব কিনা তা নিয়ে না ভেবে শেষ পর্যন্ত পড়তে চাই এই মনোভাব বোধ করতে সক্ষম হয়েছি এবং আমি আবার কঠোর পরিশ্রম করতে সক্ষম হয়েছি। সে সময় থেকে আমি প্রতি সপ্তাহে জুমের মাধ্যমে জাপানের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলতাম। গাকুরিনের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন মাসিক অনুষ্টান, সাপ্তাহিক হোজা এবং প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের মতো বিভিন্ন প্রোগ্রাম দিয়ে আমাকে অনুভব করেয়েছিল যে আমি জাপানে না থাকলেও তাদের সাথে ছিলাম। আমি অনুভব করলাম যে গাকুরিনের সবাই আমাকে খুশি করার জন্য আমার কথা ভাবছে। আমি গাকুরিনের প্রথম বছরটি আমার পরিবারের সাথেই ছিলাম এবং সেইসময় বাংলাদেশের করোনা পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নতি হয়েছিল এবং আমি আমার গাকুরিনের দ্বিতীয় বছরটিতে জাপানে যেতে সক্ষম হয়েছিলাম।

অবশেষে ২০২২ সালের ৩০ এপ্রিল আমি জাপানে আসি। ওমে প্রদেশের সুন্দর প্রকৃতিতে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। গাকুরিনের প্রত্যেকের সাথে দেখা করতে পেরে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম, যাদের আমি প্রায় এক বছর ধরে অনলাইনে দেখেছি। যদিও আমি আমার পরিবার থেকে দূরে একা ছিলাম, গাকুরিনের সবাই একটি নতুন পরিবারে পরিণত হয়েছিল। জাপানের সেই ছাত্রাবাসে, প্রতিদিন সকালের বন্দনা থেকে শুরু করে সন্ধ্যার বন্দনা পর্যন্ত সবকিছুই যেন নতুন অভিজ্ঞতা ছিল। বিভিন্ন দায়িত্ব দেয়ার মাধ্যমে, আমাকে খুব বিনয়ের সাথে আমার সিনিয়র এবং সহপাঠীরা সব নিয়ম কানুন শিখিয়েছিলো যা আমি জানতাম না এবং ধীরে ধীরে আমি তাদের মতো করতে সক্ষম হয়েছিলাম। সবার সহায়তায় নিজে এখনো বেঁচে আছি এই উপলব্ধি ও ছাত্রাবাসে জীবনযাপনের আশীর্বাদে অন্যদেশের মানুষের সাথে একসাথে থাকার যে অভিজ্ঞতা এবং প্রতিদিন সবকিছুই যে পরিবর্তন হচ্ছে তা মেনে নিতে সক্ষম হয়েছি। সবকিছুই যে পরিবর্তনশীল তা মেনে নেয়া খুবই কঠিন ছিল তবে তা মানিয়ে নেবার পর এটি কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে পরিণত হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক শিক্ষা এবং সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র অনুশীলন করার সময়, আমি মানুষের সুখ, দুঃখ এবং বেদনাদায়ক অনুভূতি অনুভব করতে সক্ষম হয়েছি। ধানক্ষেতে কাজ করার সময় খাবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা পূর্ণ উপলব্ধি এবং প্রতিষ্ঠাতাও ছোট থেকে বেড়ে উঠার সময় যে একই অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা অনুভব করেছিলাম। সুন্দরভাবে অভিবাদন জানানো,

মানুষের মধ্যে বুদ্ধের যে গুণাবলী রয়েছে তাকে সাধুবাদ জানানো, অন্যেকে গুরুত্ব দেওয়া, নিজের দায়িত্বকে গুরুত্বসহকারে পালন করা, বেশি বেশি কৃতজ্ঞতা জানানো এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এই সবই ছিল আমার দৈনন্দিন অনুশীলনের অংশ। এক মাসের জন্য, আমি জাপানের ফুনাবাশি ব্রাঞ্চে একটি মিশনারি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম, যেখানে আমি মৌলিক শিক্ষাগুলো অনুশীলন করার সময় অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। ফুনাবাশি মন্দিরের সবার কাছ থেকে আমি অনেক ভালোবাসা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করতে পেরেছি যার আমি ফুনাবাশি মন্দিরের সবার কাছে অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

একবার, আমি অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাথে তিন দিনের প্রশিক্ষণ সেশন করেছি এবং ক্যিওতো এবং নারা প্রদেশে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি জাপানের পুরোনো সংস্কৃতির নানা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারলাম। এই প্রশিক্ষণের সময় আমি খেয়াল করেছি যে, আমরা অনেক পুরানো মন্দির পরিদর্শন করেছি যেখানে অন্য ধর্মের বা সাধারণ মানুষ যেতে পারে না এবং সেখানে আমাদের চমৎকারভাবে স্বাগত জানানো হয়েছিল। আমি অনুভব করেছিলাম যে এটিই প্রমাণ করে যে আমাদের রিস্‌সো কোসেই-কাইয়ের প্রতিষ্ঠাতার মহানুভবতা এবং শিক্ষা যা যেকোনো সম্প্রদায়ের সীমানা অতিক্রম করে এবং একে অপরের সাথে সম্প্রীতির যোগাযোগ স্থাপন করে। শুধু জাপান নয়, WCRP-র মাধ্যমে তিনি এই চমৎকার শিক্ষা ছড়িয়ে দেন যে-সকল ধর্মের ঐক্যবদ্ধতাই পারে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে করতে । সেদিন আমার মনে হয়েছিল প্রতিষ্ঠাতাই প্রকৃত ধর্মীয় নেতা। বর্তমানে WCRP বিশ্বের ৯০টি দেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে কাজ করছে।

প্রতিষ্ঠাতার শিক্ষা এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। আমি আমার দেশে ফিরে এসে প্রতিষ্ঠাতার শিক্ষা রিস্‌সো কোসেই-কাইয়ের অনুসারীদের কাছে ছড়িয়ে দিয়ে অন্যান্য ধর্মের মানুষের সাথে একসাথে বর্তমান বিশ্বের সাধারণ সমস্যাগুলো থেকে পরিত্রান পাওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো তখনই ঠিক করে ফেলেছিলাম।

গাকুরিনে আসার আগে আমি ঠিক করেছিলাম আমি বাংলাদেশের মানুষকে কৃতজ্ঞতার অনুভূতি নিয়ে সাহায্য করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমি প্রথমে মন্দিরে তরুণদের একটি বড় দল গঠন করব। তরুণদের কাছে আমাদের রিস্‌সো কোসেই-কাইয়ের বন্দনার নিয়ম এবং মৌলিক শিক্ষাগুলো পৌঁছে দেব।

এর পরে, প্রতিষ্ঠাতার মতো অন্যান্য ধর্মের মানুষের সাথে আমি একসাথে কাজ করতে চাই, তাই আমার স্নাতক রিপোর্টে যে চারটি প্রজেক্ট লিখেছিলাম তা হলো বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ, ক্ষুদা নিবারণ, দারিদ্রতা নিবারণ ও পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ এবং সুস্থ জীবন নিশ্চিত করা। এই ৪টি ধর্মীয় শান্তির মিশন শুরু করার প্রতিজ্ঞা করেছি।

সেই কথা মাথায় রেখেই ২০২৩ সালের ২৯ মার্চ বাংলাদেশে ফিরে আসি। বাংলাদেশে ফিরে আসার পর আমি প্রথম যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলাম তা ছিল আমার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য নিজের জন্য একটি চাকরি খুঁজে বের করা। বাংলাদেশে একটি বিশাল জনসংখ্যার দেশ হওয়াতে চাকরি খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু, জাপানিজ ভাষা জানার কারণে, আর আমার সিনিয়ররা যারা গাকুরিন থেকে ফিরে

দেশে ফিরে যাওয়ার পূর্বে গাকুরিনের সবার সাথে (প্রথম সারির ডান দিক থেকে ৪র্থ)

এসেছিল, তারা আমাকে বিভিন্ন সংস্থার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল তাই মে মাসে, আমি জাপানের একটি সংস্থায় জাপানি অনুবাদক হিসাবে চাকরি পেয়ে যাই । রিস্সো কোসেই-কাইকে ধন্যবাদ, আমি এমন চমৎকার সিনিয়রদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পেরে খুব খুশি। উপরন্তু, গাকুরিনে আমি যে দৃঢ় অনুশীলনগুলো করেছি অভিবাদন জানানো, সর্বদা হাসিমুখে সাড়া দেয়া, অন্যের কথা খুব গুরুত্ব সহকারে শোনা এবং নিজ থেকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাওয়া তা আমার কাজে চাকুরীজীবনটি খুব সহজ করে তুলেছে ।

ব্যস্ত থাকার সময় অন্যকে সাহায্য করা সচরাচর দেখা যায়না। আমি আমার ব্যস্ততার মাঝেও কোনো অভিযোগ করে না, নিজের কাজ রেখে , সবার আগে অন্যের কথা চিন্তা করে, তাদের সাহায্য করা সবার মন জয় করে নেয়। আমার কাজের ব্যস্ততা সত্ত্বেও, সবসময় আমার মনে অন্তত একটি প্রজেক্ট দিয়ে কীভাবে শান্তির মিশন শুরু করব তা নিয়ে চিন্তা করি। দেশে ফেরার পর আমি প্রথম যে কাজটি করেছিলাম তা হলো ঢাকার সদস্যদের এবং চট্টগ্রাম মন্দিরের তরুণদের সাথে আমার জাপানে অনুশীলনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানিয়েছিলাম। আমি যখন মন্দিরের প্রধান এবং যুব বিভাগের প্রধানকে প্রজেক্টগুলো সম্পর্কে বলেছিলাম, তখন তারা আমাকে ধাপে ধাপে কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে সে সম্পর্কে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছিল। আশেপাশে তাকালে প্রথমেই যেই প্রজেক্টটির কথা মাথায় আসে তাহলো পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ এবং সুস্থ জীবন নিশ্চিত করা। তাই প্রথমত, আমি এই প্রজেক্টই শুরু করবো বলে ঠিক করি। যেখানে আমি এখন থাকি, ঢাকায় এখন কোনো মন্দির নেই, তাই সদস্যরা একসাথে জড়ো হওয়া বা দেখা করাও কঠিন। বড় কোনো কিছু করার আগে, আপনার কাছের ছোট ছোট জিনিসগুলি দিয়ে শুরু করতে হবে। তাই মাসে একবার বা দু'বার আমি ঢাকার তরুণদের সাথে অনলাইনে যোগাযোগ করি যাতে আমি তাদের আমার এই বড় লক্ষ্য সম্পর্কে কিছুটা বলতে পারি।

শুধু কথা নয় আসলেই , আমি ২০২৪ সালের মার্চের দিকে একটি প্রজেক্ট শুরু করার পরিকল্পনা করছি। বিশেষ করে এটি 'পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ ও সুস্থ জীবন নিশ্চিত করার' একটি প্রকল্প। তিন দিনের এই প্রজেক্টে প্রথম দিন আমরা ঢাকায় একটি লোকেশন ঠিক করবো এবং পুরোদিনের একটা সময় পরিষ্কার করবো, আর বাকি দুই দিন আমরা দুটি স্কুল ঠিক করব এবং সেই দুই দিন শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাদের বাড়ি ঘর ও আশেপাশের জায়গাগুলো পরিষ্কার করার জন্য শিক্ষণীয় লিফলেট বিতরণ করবো এবং কীভাবে করতে হবে তা বর্ণনা দেব। সবাইকে অসুস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি তুলে ধরবো। ক্লাসরুমে এবং স্কুলের বাইরে শিক্ষার্থীদের সাথে কাজ করার পরিকল্পনা করছি যাতে স্কুল এলাকা এবং রাস্তা পরিষ্কার করা যায়। এই বিষয়টি মাথায় রেখে অন্যান্য তরুণদের সাথে এই প্রজেক্টটি করার পরিকল্পনা করছি।

প্রত্যেকের ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য, আমি এই প্রকল্পের জন্য কেবল রিস্সো কোসেই-কাইয়ের লোকদেরই নয়, অন্যান্য ধর্মের লোকদেরও সহায়তা করতে চাই। আমি প্রতিষ্ঠাতার মতো অন্যান্য ধর্মের লোকদের সাথে মিলিত হতে চাই এবং বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে একসাথে কাজ করতে চাই।

রিস্সো কোসেই-কাইয়ের অবদানে পাওয়া এই নতুন জীবনটা পেয়ে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। আমি এখন শিক্ষার দ্বারা রক্ষিত একজন সুখী ব্যক্তি। আমার এখন এই জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞতা রেখে প্রতিষ্ঠাতার শিক্ষা অনুসরণ করে যেতে চাই এবং সবার সাথে একসাথে সুখী হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে চাই।

কার্টুন রিস্সো কোসেই-কাই প্রবেশিকা

শাক্যমুনি বুদ্ধের জীবনী এবং বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা

জটার মধ্যে রক্ষিত মণির উপমা

এক দেশে এক রাজা ছিলেন, তিনি যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনকারী সৈন্যদেরকে মূল্যবান ধন সম্পত্তি দান করতেন। তবে রাজার চুলের জটার মধ্যে রক্ষিত মহা মূল্যবান মণি কাউকে দিতেন না। এর কারণ হলো কেউ যদি এই মূল্যবান মণি লাভ করে তবে সেই ব্যক্তি এর ব্যবহার নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়বে। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত যে ব্যক্তি বীরত্বের সাথে অনেক বড় অবদান রেখেছিল তাকে রাজা ঐ মহা মূল্যবান মণিটি দান করেছিলেন।

বুদ্ধও প্রথম সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র প্রচার করেছিলেন যখন অনুসারীরা বোঝার ক্ষমতা সম্পন্ন হয়েছিল। কারণ সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র বুদ্ধের দেশিত সূত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই শিক্ষা বোঝার জন্য মৌলিক বিষয়গুলি থেকে শুরু করতে হবে।

পাদটিকা

"সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র" "সুখময় আচরণ"চৌদ্দতম অধ্যায়ে বর্ণিত, এই মূল্যবান মণি হলো পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষা। আবার, সেই রাজা ছিলেন চক্রবর্তী রাজা, ন্যায়ের সাথে সমগ্র বিশ্বকে শাসন করার মতো একজন আর্দশ রাজা।

※ ব্যক্তিগত ব্যবহার, অনুমতি ব্যতিত অনুলিপি তৈরী কিংবা পুনঃমুদ্রণ না করার জন্য অনুরোধ রইল।

বিজ্ঞ ডাক্তারের উপমা

একদিন, এক বিখ্যাত ডাক্তার যখন বাড়িতে ছিলেন না, তখন তাঁর সন্তানরা ভুলবশত বিষ পান করে ফেলেছিল। ডাক্তার পিতা বাড়ি ফিরে সন্তানদের বিষক্রিয়া দূর করার জন্য উত্তম ঔষধ তৈয়ার করে দিলেন। কিন্তু, যেসব সন্তানেরা বিষের কারণে তাদের হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছে, তাই তারা সেই ঔষধ পান করতে চাইলো না। তখন পিতা তাঁর ঔষধ দিয়ে অন্যত্র চলে যান, এবং সেখান থেকে বার্তাবাহক পাঠিয়ে জানালেন যে তাদের পিতা আর বেঁচে নেই। এই কথা শুনে সন্তানদের সম্ভ্রম ফিরে আসে, এবং তারা ঔষধ সেবন করে বিষক্রিয়া থেকে মুক্তি লাভ করে।

এখানে পিতা হলেন বুদ্ধ। এবং মৃত না হয়েও যে মৃত্যু সংবাদ জানালেন এর অর্থ হলো, ঔষধ তথা ধর্মশিক্ষায় অবিশ্বাসী সন্তান অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার 'বুদ্ধের সাথে বন্ধন' উপায় স্বরূপ।

পাদটিকা

"সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র" "তথাগতের শাশ্বত জীবন" ষোলতম অধ্যায়ে বর্ণিত উপমা। বুদ্ধ আমাদেরকে জোর করে ঔষধ পান করান না। অন্য কথায়, ধর্মবিশ্বাস এমন একটা বিষয় যা আমরা নিজ থেকে সক্রিয়ভাবে অনুসন্ধান করে উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ বলে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার উদ্দেশ্য

আসুন একসাথে ভবিষ্যত গড়ি

রেভারেন্ট নিক্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

যে ব্যাক্তিরা অতীতকে মূল্যায়ন করে না এবং বর্তমানেও দায়িত্বজ্ঞানহীন জীবনযাপন করে তাদের আশেপাশের লোকের দ্বারা সম্মানিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। বিপরীতভাবে, সম্মানিত ব্যক্তি তারাই, যারা অতীতকে মূল্যায়ন করে বর্তমানে পূর্ণভাবে বেঁচে আছে। যাইহোক, এমন কিছু ব্যাক্তি আছে যারা অত্যন্ত সম্মান পাওয়ার যোগ্য। সেই ব্যক্তিরা হচ্ছেন যারা ভবিষ্যতকে উন্মুক্ত করেন এবং সুন্দর ভবিষ্যত রচনা করেন।

আমি বিশ্বাস করি যে সত্যিকারের ধর্মবিশ্বাসীরা বা "বোধিসত্ত্বরা" সেই ব্যাক্তি যারা ভবিষ্যত উন্মুক্ত করে দেয়। তারা নিজে জ্ঞানার্জনের সন্ধান করতে গিয়ে, সেই সাথে অনেক মানুষকে সত্যের পথ দেখিয়ে, যাদের সাক্ষাৎ লাভ করে, সেই সাক্ষাৎ হওয়া ব্যাক্তিকে অন্তত একটু হলেও সুখী করার জন্য, তারা চমৎকার ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে বলে আমি নিশ্চিত ।

আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারের জন্য যথেষ্ট প্রশংসা করি। তিনি রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সময়ে জনগণের কাছ থেকে বিভিন্ন উপদেশ নিয়ে, ডেটেন্টে "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের পরিস্থিতি সহজ করার লক্ষ্যে একটি নীতি" প্রচারের প্রয়াসে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পারমাণবিক শ্রেষ্ঠত্বের অনুমতি দেওয়ার জন্য কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন।

তবে, মিঃ কাটার এমন একজন রাষ্ট্রপতি ছিলেন যিনি সবকিছুতে তার শান্তিপূর্ণ বিশ্বাসে অটল ছিলেন। তিনি একজন ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান ছিলেন যিনি এগারো বছর বয়সে ব্যাপ্টিজম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন একটি দেশের ভাগ্যকে প্রভাবিত করে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, ''আমি সেই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ঈশ্বরের নির্দেশনা চাই''।

১৯৭৯ সালে আগষ্ট মাসে, যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির প্রিন্সটনে যখন তৃতীয় বিশ্ব ধর্মীয় শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখন হোয়াইট হাউসে তার সাথে আমার দেখা হয়। সে সময়ে তিনি আমাদের বললেন "আপনাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো শিক্ষিত লিডার গড়ে তোলা, শুধু ধর্মীয় জগতে নয়, রাজনৈতিক জগতের লিডাররাসহ সমস্ত ক্ষেত্রে লিডারদের দিকনির্দেশনা এবং বিকাশের মাধ্যমে আপনারা যারা বিশ্বকে শান্তির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন আপনাদের এই মহান প্রচেষ্টা সফল হোক আমি সেই প্রার্থনা করি।"

১৯৯২ সালের আজকের এই দিনের বিষয়টি ফিরে তাকালে, পর্ব পশ্চিমের স্নায়ুযুদ্ধ অবসান হয়েছে, রাজনৈতিক সুসম্পর্কের উন্নতি হয়েছে এবং পারমাণবিক অস্ত্র পরিত্যাগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত করার জন্য মিঃ কাটারের কাজ এখন বাস্তব রূপ পাচ্ছে। আপনারা অবগত আছেন, রিসসো কোসেই-কাই মিঃ কাটারের ফাউন্ডেশনকে সমর্থন করে এবং আমাদের সদস্যরাও শান্তি কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে।

আপনারা আপনাদের কাছের মানুষদের কথা ভাবেন এবং বোধিসত্ত্বের পথ অনুশীলন করে তাদের সুখী করার চেষ্টা করেন। প্রতিটি ব্যক্তির প্রচেষ্টা কিংবা কর্মকান্ড রাজনীতিকে প্রভাবিত করে এবং বিশ্ব শান্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। উক্ত বিষয়টি "আমি যে এই মুহূর্তে বেঁচে আছি" এই কথাটার যথার্থ অভিব্যক্তি বলে বিশ্বাস করি।

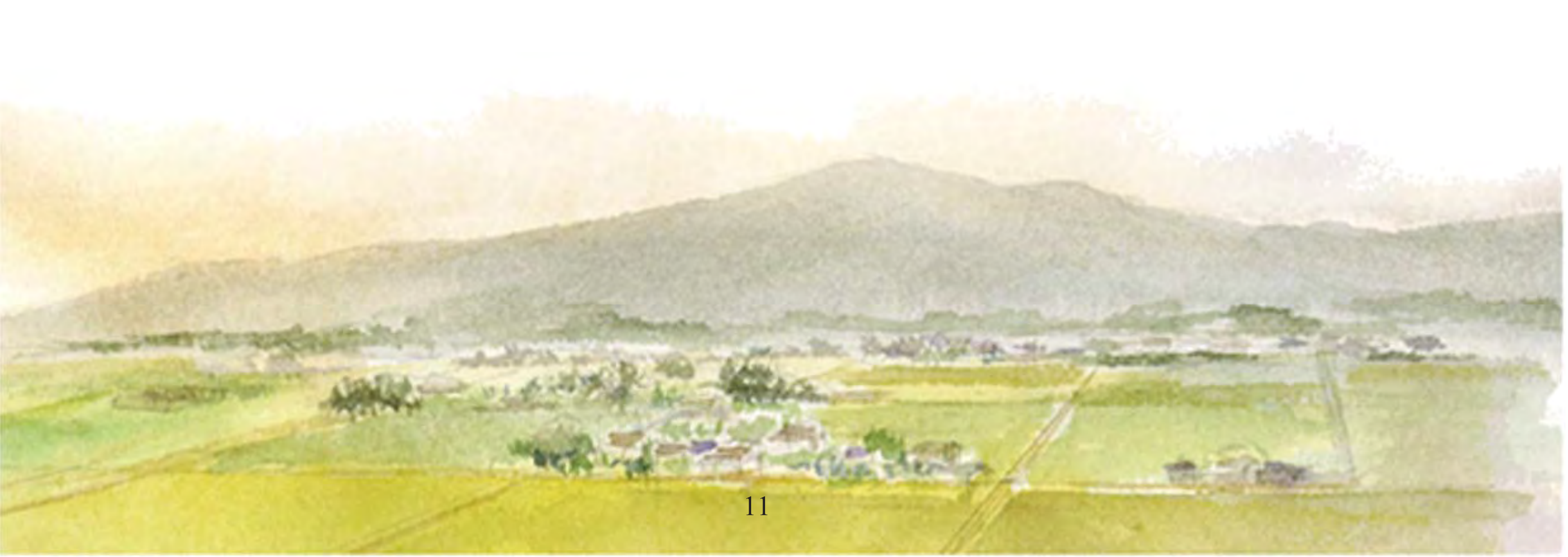

Rissho Kosei-kai International

Make Every Encounter Matter

A Global Buddhist Movement

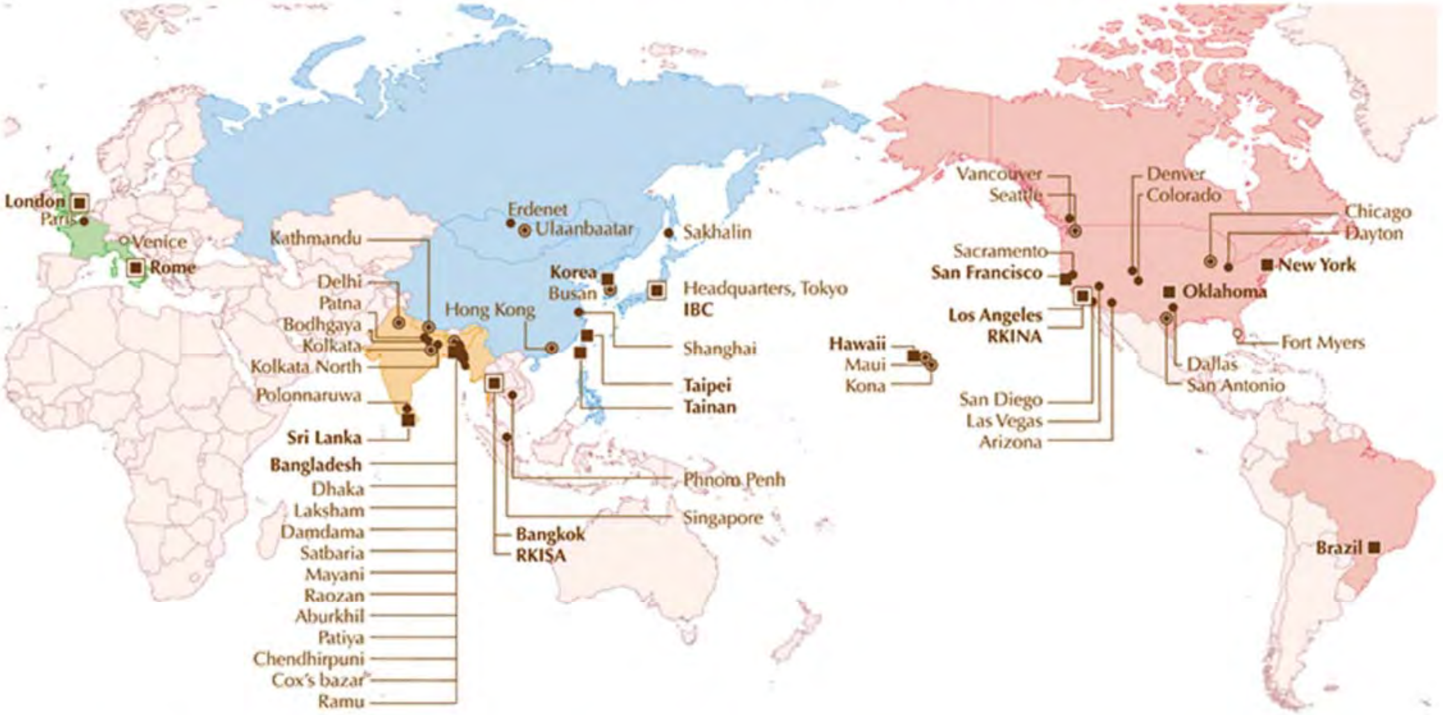

Information about local Dharma centers

facebook

twitter

We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp